International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

Chaitanyer Sahodar: Kobita o Galper Darpane Nazruler Baykti Premer Urdhe Swadesh Premer Antoschetana

Dr. Kamal Acharyya

Assistant Professor, Department of Bengali MMD College Sabroom, South Tripura Dated, Sabroom

Abstract:
Love is the main theme of Nazrul's stories. Just as some of his stories express personal love ('Vyathar Daan', 'Rikter Bedan', 'Henna', 'Parir Kotha', etc.) divine love (on the day of Eid) in some stories, dark romanticism is at the core of many of his stories ('Badal Varishan', 'Sanjher Tara') and infant affection ('Jiner Baadsa', 'Padmagokharo') has blossomed. But between these different ideas, love is the unity of an infinite disparity. Ek Prem Buvuksu has heart longings for love. There is also an interest in giving love to the begging bowl from the lover. But Nazrul has finally come back from the love that he wants to keep close to himself. Nazrul's heart was wounded by this, but the rebellious poet soul of Nazrul, who loved his country, became happy. In many of Nazrul's stories, the sweetness of this form of love is matched with the patriotic poetry of Swadesh Premi Nazrul. Such as 'Hena', Bethar Daan', 'Rikter' Bedon', 'Porir Kotha', 'Atripta Kamona', 'Boundeler Aatmokahini' etc. with story-like expressions, 'Bisher Baasi', 'Bangar Gaan', and 'Sindu-Hindol'- The tone of various poems in the anthology becomes analogical.

Keywords: Prem-Bubhukkhu, Atmaparatabashe, Swadeshpritimukhor, Biraha-Madhurjya, Rikter-Bedan, Bekti-Prem, Swadesh-Prem

"চৈতন্যের সহোদর: কবিতা ও গল্পের দর্পণে নজরুলের ব্যক্তি প্রেমের উর্ধ্বে স্বদেশ প্রেমের অন্তশ্চেতনা।"

নজরুলের গল্পগুলোর মুখ্য বিষয় প্রেম। তাঁর কোনো গল্পে ব্যক্তি প্রেম ('ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'হেনা', 'পরীর কথা', প্রভৃতি) কোনো গল্পে ঐশ্বরিক প্রেম (ঈদের দিনে) যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অনেক গল্পেরই মূল বিষয় গাঢ় রোমান্টিকতা ('বাদল বরিষণে', 'সাঁঝের তারা') এবং অপত্য স্নেহ ('জিনের বাদশা', 'পদ্মগোখরো') পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু এই বিবিধ ভাবধারার মধ্যে প্রেমই এক অতলান্ত বিরহের ঐক্যসূত্রে গাঁথা। এক প্রেম বুভুক্ষুর হৃদয়ে প্রেমের কাতর আকাঙ্ক্ষা আছে। প্রেমিকার তরফ থেকে সেই ভিক্ষাপাত্রে প্রেমোপহার দেবার আগ্রহও আছে। কিন্তু, যে প্রেম আত্মপরতাবশে শুধু কাছেই ধরে রাখতে চায়, সেই প্রেম থেকে শেষপর্যন্ত নজরুল ফিরে এসেছেন। এতে ব্যক্তি নজরুলের হৃদয় আহত হলেও স্বদেশ প্রেমী নজরুলের বিদ্রোহী কবি আত্মা কিন্তু হয়ে উঠেছে উল্লসিত। নজরুলের অনেক গল্পেই প্রেমের এই স্বরূপ মাধুর্য মিলে যায় স্বদেশ প্রেমী নজরুলের স্বদেশপ্রীতিমুখর কবিতার সঙ্গে। যেমন 'হেনা',

'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'পরীর কথা', 'অতৃপ্ত কামনা', 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রভৃতি গল্পের ভাবের সঙ্গে 'বিষের বাঁশি' 'ভাঙার গান', এবং 'সিন্ধু-হিন্দোল'- কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার ভাব-মাধুর্য সাদৃশ্যবাদী হয়ে ওঠে।

"তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ তরুর প্রেম - আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি - শত্রু,
রুদ্র শিবের চন্ড মার।
প্রেম- স্নেহ তোর হারাম যে রে
কসাই - কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির- তিক্ত প্রাণ !"

["আয় রে আবার আমার চির- তিক্ত প্রাণ!
'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ]

'হেনা' প্রেমের গল্প। কিন্তু প্রকৃত প্রেম যে কখনো সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, - বৃহত্তর ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তার অবাধ সঞ্চরণ,- 'হেনা' গল্পে সেই সত্যই উদ্‌ঘাটন করেন গল্পকার নজরুল।

'হেনা' গল্পের নায়ক আফগানিস্তান স্বাধীনতার মুক্তি - পথের সৈনিক সোহরাব। সেইই গল্প - কথক। নায়িকা - আফগান যুবতী হেনা। অবশ্য হিন্ডেলবার্গ লাইনে, ফ্রান্স এবং ভার্দুন ট্রেঞ্চে (ফ্রান্স) আজাদি যুদ্ধে থাকাকালীন এক ফরাসী ছোট্ট মেম প্রথমে করুণা এবং ধীরে ধীরে নমত্বের বাঁধনে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দু'বছর পরে সোহরাবকে তার সঙ্গীরূপে পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু, স্বদেশ প্রেমের বৃহৎ কর্তব্যের চৈতন্য সোহ্রাবকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে

"না, তা হতেই পারে না.....
অন্ধের লাঠি একবার হারায়। আবার ?" ১

-এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া ফরাসী কিশোরীর মধ্যে কেমন হয়েছিল তা গল্প-কথক সোহ্রাবের জবানীতেই ফুটে ওঠে-

"বিদেশিনীর নীল চোখ দুটো যে কীরকম জলে ভরে উঠেছিল, আর বুকটা তার কীরকম ফুলে ফুলে উঠেছিল, তা আমার মতো পাষাণকেও কাঁদিয়েছিলো!. তারপর তার ভাষায় 'অডিএ' (বিদায়) বলে সে যে সেই গিয়েছে, আর আসেনি! আমার শুধু মনে হচ্ছে, "সে জন ফিরে না আর যে গেছে চলে!....."২

যে প্রেম কাছে ধরে রাখে না, দূরেও ঠেলে দেয়, সেই প্রেমের জন্য তো বুক টন টন করে উঠবেই। কিন্তু ব্যক্তি-প্রেম যে মুক্তি যোদ্ধার স্বদেশ প্রেমের বৃহৎ টানের কাছে মূল্যহীন। সোহরাবের এই হৃদয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে যেন সৈনিক কবি হাবিলদার নজরুলেরই হৃদয়ের ক্রন্দন রোল আমরা শুনতে পাই -

"বুঝি নাই রক্ষী ঘেরা রাক্ষস দেউলে
এল কবে মরু মায়াবিনী
সিংহাসন পাতিল সে কবে মোর মর্ম-হর্য্যমূলে!
চরণ-শৃঙ্খল মম যখন কাটিতেছিল কাল -
কোন চপলার কেশ-জাল
কখন জড়াতেছিল গতিমত আমার চরণে,
লৌহবেড়ি যত যায় খুলে, তত বাঁধা পড়ি কার কঙ্কন বন্ধনে।
আজ যবে পলে পলে দিন-গণা পথ-চাওয়া পথ
বলে- 'বন্ধু, এই মোর বুক পাতা, আনো তব রক্ত - পথ - রথ'
শুনে শুধু চোখে আসে জল,
কেমনে বলিব, বন্ধু আজও মোর ছিঁড়েনি শিকল।
হারায়ে এসেছি সখা শত্রুর শিবিরে প্রাণ- স্পর্শমণি মোর,
রিও-কর আসিয়াছি ফিরে!'..... ৩

- সোহরাব কিন্তু 'শূন্য করে' ভাদুন ট্রেঞ্চ বা সিঁন নদীর তীরে বা হিন্ডেল বার্গ লাইন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে নি। সে প্রথমে হাবিলদার, পরে 'আস্সার' হয়ে 'সর্দার বাহাদুর' খেতাব নিয়েই ফিরেছে। কিন্তু তবুও তার অন্তরে শান্তি নেই। কেননা, ফরাসী কিশোরীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে সোহরাব ঐ যে বলেছিলো- 'অন্ধের লাঠি একবার হারায়। আবার?' - তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, হেনাকে সে ভালোবাসতো। কিন্তু হেনা যখন জানায় যে, সে এখনো তাকে ভালবাসতে পারেনি - তখনই সে উদ্ভ্রান্তের মতো পথে নামে, বেছে নেয় মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক-বৃত্তি। এতে সোহরাব যতই বলুক না কেন যে, সে সিঁন নদীর তীরের যুদ্ধে এসেছে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা জুড়াতে–

"হায়, কে বুঝবে আর কাকেই বা বোঝাব, ওগো আমি বাঁধন কিনতে আসিনি। সিন্ধু পারে কোনো মহৎ। উদ্দেশ্য নিয়েও যাইনি। শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাঁটি করে নিতে, -নিজেকে চাপা দিতে।" ৪

- তবুও গল্পের পরিণতিতে আমরা বুঝি যে, সোহরাব ব্যক্তি-প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করে স্বদেশ প্রেমের বৃহৎ টানেই এই যুদ্ধে এসেছে। আর এটাও বুঝি যে, হেনা তার প্রেমিক সোহরাবের প্রতি তার প্রেম প্রথমাবধি গোপন করে এসেছে - স্বদেশ প্রেমের ঐ কর্তব্যচ্যুতির ভয়েই। তারপর আমরা দেখি যে, হেনা ও সোহরাবের দেশের আমীর হাবিবুল্লাহ খান শহীদ হলে তাঁর হয়ে অর্থাৎ ঐ স্বদেশের হয়েই যখন সোহরাব যুদ্ধে যাবার সংকল্প করেছে, তখনই হেনা তার দীর্ঘদিনের লালিত প্রেম দয়িতের কাছে প্রকাশ করেছে। সোহরাব জানাচ্ছে-
"আমি বুঝলাম, সে বীরাঙ্গনা আফগান মেয়ে। যদিও আফগান হয়েও আমি শুধু পরদেশীয় জীবন যাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, - এই সেই চাচ্ছিল। "৫

–কবি নজরুলের হৃদয় থেকে হেনা যেন বলে ওঠে-

"না, না, আজ যাই আমি

আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর
তুমি থেকো জেগে।” ৬

নারী অনুপ্রেরণাদায়িনী। হেনার মতো বীরাঙ্গনা নারী ভাববে, তার প্রেম স্বদেশ মায়ের মুক্তিলাভের পুণ্য উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত হয়েছে। এ যেন গল্পকার নজরুলের নির্ভীক কবি-আত্মারই বাণী আমরা শুনতে পাই -

"সুখের লালস শেষ করে দে, স্বার্থপর।
কাল- শশ্মশানের প্রেত-আলেয়া! তুই কোথা বল বাঁধবি ঘর?
ঘর- পোড়ানো ত্রাস হানা তুই সর্বনাশের লাল-নিশাণ!
আয়রে চির- তিক্ত প্রাণ!" ৭

হেনার পবিত্র প্রেমের শক্তি, আর স্বদেশ প্রেমের অকৃত্রিম আদর্শকে বর্ম করে, সোহরাব গেল যুদ্ধে। প্রাণপণ যুদ্ধ করলো সে। পাঁচ-পাঁচটা গুলি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিঁধে থাকলেও জ্ঞান হারাবার আগে সে বলে যায়

খোদা, আমার বুকের রক্তে আমার দেশকে রক্ষা করেছি, একে যদি শহীদ হওয়া বলে, তবে আমি 'শহীদ' হয়েছি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।” ৮

- গল্পকার নজরুলের বিদ্রোহী কবি-আত্মা এখানে সোহরাবের দেশমাতৃকার পাদপদ্মে তার উৎসর্গীকৃত প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে যেন বলে ওঠে-

“মোরা কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কলজে তল।
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল?
মোরা কাঁদব যে দিন আসবে তারা আবার ফিরে রে
কাঙালিনি মায়ের আমার এই আঙ্গিনা তল।
ও ভাই মুক্তি সেবক দল॥"

- সোহরাবের স্বদেশ রক্ষার কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এখানে আমরা গল্পকার নজরুলের স্বদেশ প্রেমের বিদ্রোহী মনটিরই পরিচয় পেয়ে যাই। পরিচয় পাই পরাধীন ভারতবাসীর অত্যাচারের শৃঙ্খল মোচনে নজরুল-প্রদর্শিত সত্য অভীপ্সার -

"বন্দি থাকা হীন অপমান! হাঁকবে যে বীর তরুণ, -
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,

খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।" ১০

['সেবক' বিষের বাঁশি]

–স্বাধীনতার পথ বিপ্লবের পথ। এই দুর্গম পথে মাভৈঃ মন্ত্রে এগিয়ে চলা পথিকের কাছে মূল্যহীন ব্যক্তিপ্রেমের পিছু টান। আত্মগত প্রেমোপলব্ধি থেকে বৃহত্তর জনজীবনের প্রতি সোহরাবের দায়বদ্ধতার প্রেরণা দেশপ্রেমিক কবি নজরুলের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে উঠেছে। "তুমি এই আগুনের পরশ-মণি (প্রত্যাখানের) না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না।" বাস্তবিকই কবির ভরা যৌবনের অকৃত্রিম প্রেমের পরশ-ছোঁয়াকে নার্গিস প্রত্যাখ্যান করে শুধু বিদ্রোহী কবিকেই অগ্নিবীণা বাজাতে সে সীমাবদ্ধ রাখে নি, কবির ভিন্নাঙ্গিকের গল্প সাহিত্যেও আমরা সেই প্রত্যাখ্যানের অনুভূতিকে স্পর্শ করতে দেখি। আর তাই দেখি বলেই তো 'রিক্তের বেদন', 'ব্যথার দান', 'হেনা' গল্পে ব্যক্তি প্রেমের ঊর্ধ্বে স্বদেশ প্রেমে নায়কদের বিচরণ করে ধন্য মান্তে দেখি।

["ও ভাই মুক্তিসেবক দল!
তোদের কোন ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ান ছল-ছল?
কারা-ঘর তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মা-র দেওয়া বর রে!
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক জড়ানো কোল!
তবে কীসের রোদনরোল?
তোরা মোছ রে আঁখির জল।
মুক্তি সেবক দল]

['মুক্তি - সেবকের গান' 'বিষের বাঁশি' কাব্য]

'রিক্তের বেদন' গল্পাঙ্গিকে রচিত হলেও ডায়েরী জাতীয় রচনা। এতে দেখা যায়, যে অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শুরু বীরভূমে, তার সমাপ্তি সে সুদূর করাচীতে। এই গল্পেরও মুখ্য বিষয় প্রেম। দেশপ্রেমের আদলে উদ্বুদ্ধ নায়ক হাসিন কত অবলীলাক্রমেই না তার প্রেমিকা শহীদার আবেদনকে অগ্রাহ্য করে। পরবর্তীকালে এই কারণে যে প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে সে, তারই পরিচয় বিধৃত হয়েছে গল্পটিতে। এই প্রসঙ্গে গল্পের নায়ক হাসিনের মধ্য দিয়ে গল্পকার নজরুলেরও যুদ্ধগমনের মুহূর্তটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কেননা, একদিকে এখানে দেখা যায়, যে উন্মাদনা নজরুলের দেশ-প্রেমমূলক রচনাগুলিকে ভিন্নমাত্রা দেয়, হাসিনের যুদ্ধগমনকালে স্বদেশ প্রেমের আবেগতীব্রতা যেন তারই আনন্দময় প্রাথমিক সূচনার সাক্ষ্য বহন করে। অথচ যুদ্ধে যাবার আগে মা ও প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাদের অশ্রুসজল আঁখি হাসিনের মনকে সাময়িকভাবে আলোড়িত করে -

"মাথার ওপর মা আমার ভাবী বীর সন্তানের মুখের দিকে আশা উৎসুক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আর পায়ের নীচে এক তরুণী তার অশ্রুমিনতিভরা ভাষায় সাধছে যেও না গো প্রিয়, যেও না। কি করবে? নিশ্চই পারবে। তুমি মমতাহীন কঠোর সৈনিক।" ১১

-দেশের জন্য প্রাণ দেবে যারা, সেই মমতাহীন কঠোর সৈনিককে তো ইন্দ্রিয়জিৎ হতেই হবে–

"ভুলেছি পর ও আপন
ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।" ১২

হাসিন তাই বুক বাঁধে স্বীয় বিবেকের নির্দেশে –

শক্ত হও হৃদয় আমার শক্ত হও। আজ তোমার বিসর্জনের দিন। আজ ঐ কাবুল নদীর ধারে ঊষর প্রান্তরটার মতই বুকটাকে রিক্ত শূন্য করে ফেলতে হবে। তবে না তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত সুখ-দুঃখ বৈরাগ্যের যজ্ঞকুন্ডে আহুতি দিতে পূর্ণ রিক্ততায় গান ধরবে–

"ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী,
পলকে সকলি সঁপিছে চরণে আর তো কিছুই নাই!
আরো কি তোমার চাই ?" ১৩

যে প্রেমিক একদিন ছিল কাঙাল ভিখারী, সেই প্রেমিক আজ স্বদেশ মায়ের পায়ে তার সেই ব্যক্তিপ্রেমের ভিক্ষাপাত্র পুষ্পার্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করে স্বদেশ প্রেমে হয়েছে রিক্ত। এখানে স্মরণে আসে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল একটি বড়ো বাহিনীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশন থেকে লাহোর যাত্রা করে সৈনিক হয়ে। 'রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক হাসিনের যুদ্ধ যাত্রার সময়কালীন অনুভূতির সঙ্গে নজরুলের যুদ্ধে যাবার সময়ে জায়গায় জায়গায়, স্টেশনে স্টেশনে মা- বোনদের শুভেচ্ছা দানের করুণ সম্বর্ধনা যেন সংযোগসূত্র রক্ষা করে একাত্ম হয়ে ওঠে। এখানে গল্পকথক হাসিনের অনুভবে গল্পকার নজরুলই যেন বলে ওঠেন।

"আঃ এ কী আভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ?..... জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে এ কী অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালীরা, আমার ভাইরা! খাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুন ভরা প্রাণ চাপা রয়েছে! -তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী বিজয়ের আশিস–মাল্য, -বোনের দেওয়া স্নেহ বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজজুল কমহার। .....আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি। ..... পাখি যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কীরকম বেদনাবিজড়িত মধুর.....।" ১৪

ব্যক্তি প্রেমের প্রাপ্তি ও প্রদানে হাসিন আজ শূন্য। রয়েছে আসলে প্রেমের শিকলি কাটার বেদনা বিজড়িত মধুর বিরহ যুদ্ধযাত্রাকালীন তার মানসিক বিষাদের অন্তরালে বিষাদ। তাইতো তার ঐ শূন্য, রিক্ত প্রাণই তাকে প্রেমিকার চোখে করে তুলেছে মমতাহীন নিষ্ঠুর সৈনিক। আবার ঐ যে রবীন্দ্রনাথের 'ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ' ** বলে যে প্রেম - বুভুক্ষুর প্রেমের ডোর ছেঁড়ার বিষাদঘন আর্তি ধরা পড়েছে তার অন্তস্থল থেকেই যেন আমরা কবি ও গল্পকার নজরুলের বিদ্রোহী আদর্শের পরম সত্যটিরই ঘোষণা শুনতে পাই -

"তোর তরে নয় শীতল ছায়া,
পান্থ- তরুর প্রেম-আসার,
তুই যে ঘরের শান্তি-শত্রু,
রুদ্র শিবের চন্ড মার।
প্রেম-স্নেহ তোর হারাম যে রে
কসাই-কঠিন তুই পাষাণ!
আয় রে চির-তিক্ত প্রাণ!" ১৫

** নজরুল তাঁর অনেক গল্পেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের যুক্তিতেই নজরুল রবীন্দ্র - প্রভাব গ্রহণ করেননি, গ্রহন করেছেন তাঁর গল্পের ভাববস্তুকে আরো তাৎপর্য্যময় করতে। শিল্পীর পক্ষ থেকে শাশ্বত জীবন সত্য প্রকাশের ঔচিত্যবোধের সূত্রেই নজরুল রবীন্দ্র প্রভাব শিরোধার্য করেছেন।

–আসলে, যে বিদ্রোহী, তার সাধনা কসাই-কঠিন রুদ্র-সুন্দরের সাধনা। তাই তার বাধা কেবল বাইরের নয়, ভিতরের দিক থেকেও। আর ভিতরের বাধা তো বাইরের বাধা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল। প্রিয়জনের ব্যাকুলিত ভালোবাসা যখন কাছে ধরে রাখার প্রেরণায় শিকলি বেঁধে দেয়, তখন সত্যই 'মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত, মিছে মনে হয় সকলি।' তখন চিত্ত যার অত্যন্ত সবল, তারও পা যেন চলতে চায় না ইচ্ছার বিরুদ্ধে অশ্রুসজল নয়ন বার বার পিছন পানে চায় সেখানে,-

"মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।" ১৬

- কিন্তু তবুও মুক্তিসেবক সৈনিক হাসিনকে তো এই মায়ার ডোর ছিঁড়তেই হবে। কেননা হাসিনের বক্তব্য -

"আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কষ্টিপাথরের মত সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোক যাচাই করে নেবে যে, বাঙালীরাও বীরের জাতি। এ সময় একটা গোপন স্মৃতি ব্যথা বুকে পুষে মুষড়ে পড়লে চলবে না, নিঃশেষে বিসর্জন দিতে হবে। একেবারে বাইরের ভিতরের সর্বকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে, তবে না রিক্ততার বিজয়ের পূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে প্রাণে। অনেকে জীবন দিয়েছে, তবু এই প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে থাকা মধুস্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারে নি। তোমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে। পারবে? সাধনার সে জোর আছে? ? যদি না পার, তবে

কেন নিজেকে 'মুক্ত', 'রিক্ত' বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছো? যার প্রাণের গোপনতলে এখনও কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবি করে কোন লজ্জায় ?" ১৭

- নায়ক সাহিনের এই আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়েই গল্পকার নজরুলের 'রিক্তের বেদন' গল্পের নাম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট হয়েছে বিদ্রোহী কবি নজরুলের, স্বদেশ প্রেমী কবি নজরুলের স্বাধীনতা অভিযানের তাৎপর্য। যে হৃদয়ে পরাধীনতার গ্লানি রয়েছে, যে হৃদয় ভারতজননীকে সেই গ্লানি থেকে মুক্ত করতে সৈনিকের প্রতিজ্ঞায় অটল, তার হৃদয়ে ব্যক্তি প্রেমের কামনা ওৎ পেতে থাকার অর্থই, স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া। সুতরাং ব্যক্তি প্রেমের যে কোনো কামনা হৃদয় থেকে অকৃত্রিমভাবেই মুছে ফেলে, শুধু দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার স্থির কামনাই হবে যথার্থ বীরের কর্তব্য। এই আদর্শায়িত কর্তব্যে সামিল করার লক্ষ্য নিয়েই গল্পকার নজরুল যুবকদের স্বাধীনতা অভিযানে উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর কবিতায়–

"তরুণ চাহে যুদ্ধ-ভূম।
মুক্তি সেনা চায় হুকুম।
চাই না 'নেতা', চাই জেনারেল', প্রাণ মাতনের ছুটুক ধুম !
মানব-মেধের যজ্ঞধূম।
প্রাণ-আঙুরের নিড়ানো রস সেই আমাদের শান্তি-জল।
সোনা-মানিক ভাইরা আমার! আয় যাবি কে তরতে চল।
এবার তোরা সত্য বল।" ১৮

হাসিন আজ সত্যের সন্ধান পেয়েছে। সে আজ আজাদি সৈনিক। তাই ব্যক্তি মায়ের প্রীতি ভালবাসার বন্ধন তাকে আজ থামাতে পারে না। মায়ের শত অমূলক আশঙ্কা, সাবধান বাণী ও নিষেধের বিপরীত প্রেষণাই দেয় হাসিনকে মুক্তি পথে চলতে। সে তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে–

"মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ? কেন এ অবশ্যম্ভাবী একটা অঘ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছ? আচ্ছা মা। তুমি বি.এ পাশ করা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর মাতা হতে চাও? নিঝুম ঘুমের আলস্যের দেশে বীর-মাতা হবার মত সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা? তবে কোনটি বরণীয় তা জেনেও কেন এ অন্ধ স্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? গরিয়সী মহিমান্বিত মা আমার ছেঁড়ে দাও!.....

পাগল আজকে ভাঙরে আগল
পাগলা গারদের,
আর ওদের সকল শিকল শিথিল করে
বেরিয়ে পালা বাইরে
দুশম্মন স্বজনের মত দিন দুনিয়ায় নাইরে।
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে।

আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি। পাখী যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কিরকম বেদনা বিজড়িত করে।" ১৯

-মাতৃস্নেহের পিঞ্জরে থেকে অতিষ্ট হয়ে যে পাখী আজ বিদ্রোহী, সে তো শিকল ভেঙে উড়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হবেই। আসলে, দেশ-মাতৃকার পরাধীনতার মুক্তিযজ্ঞে যুদ্ধে যাবার আকাঙক্ষা যুবক নজরুলের মধ্যেও এতো তীব্র যে, মাতৃস্নেহের শিকল-বন্ধনের বিরুদ্ধে আজ তিনি যেন হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী। তাঁর যেন বক্তব্য, যে স্বদেশমাতা নিজেই পরাধীনতার শিকলে বন্দী হয়ে সদা ক্রন্দনরতা, সেই লাঞ্ছিতা মায়ের চোখের জল মোছাবার ডাক তো তাঁর ব্যক্তি মায়ের চোখের জল মোছাবার চেয়েও জরুরী এবং পবিত্র কর্তব্য। সুতরাং, পড়াশুনো করে জ্ঞানী হবার চেয়ে, আজ দেশের সংকটময় মুহূর্তে পরাধীনা মায়ের সত্য-মুক্তির ডাকে জীবন উৎসর্গ করাই হবে পবিত্র কর্তব্য। গল্পকার নজরুল তাইতো তাঁর 'ছাত্রদলের গান' কবিতায় বলে ওঠেন -

"আমরা ধরি মৃত্যু রাজার
যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু-লেখে মোদের
জীবন ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্বনাশীর চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল।" ২০

- এই অপ্রতিরোধ্য 'আশার ভবিষ্যৎ' এর ডাক ব্যক্তি নজরুলকে উন্মত্ত করেছিলো। তাই নিজের সেই উন্মত্ততায় তরুণদেরও সামিল করে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করতে পারেন "মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।" - কেননা, তারা যে ছাত্রদল। তারা যে তরুণ, তারা যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার সৈনিক, আজাদী স্বপ্নের ভগীরথ।

"রিক্তের বেদন' গল্পের আরেক জায়গায় দেখি কুর্দিস্তানে নায়ক হাসিন সৈনিকের কঠোর কর্তব্যে রত। সেখানে ফোরাতের কিনারে তার সঙ্গে দেখা হয় বেদুঈন রমণী গুল এর সঙ্গে। পরস্পরের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার ঘটে। কিন্তু এক রাতে কুল আমরার ক্যাম্পে হাসিন যখন সান্ত্রীদের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করছিল, তখন এক সান্ত্রীকে হত্যা করে গুল তার রাইফেল ছিনতাই করে পালিয়ে যাচ্ছিল বলে হাসিন তাকে কর্তব্যবোধের তাগিদে নিজ হাতে হত্যা করে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে মরণ-কাতর গুল কিন্তু বলে যায়- “এই 'আশেকের' হাতে 'মাশুকের' মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন ?"

গুলের এই পরিণতি থেকেও আমরা দেখি, স্বাধীনতার নব সূর্যোদয়ের উত্থান দেখা যে সৈনিক কবির স্বপ্ন, সেই পথ নিশ্চয়ই অভিযানের পথ, কুচকাওয়াজে কদম্ কদম্ পায়ে চলার দুর্গম পথ। সেই পথ চলার আনন্দের সঙ্গে নিশ্চয়ই ব্যক্তি প্রেমের মিলনাকাঙক্ষার আনন্দ সমগোত্রীয় নয়। জীবনে সমস্ত সুখের মায়া হেলায় ত্যাগ করে, বিদ্রোহী নজরুল অনাগত স্বাধীনতার স্বপ্নে মগ্ন। সৈনিকের কর্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিদ্রোহীর আত্মা প্রাণের শিরায় শিরায় উপলব্ধি করেছে স্বাধীনতার

উত্তেজনা, সেই কবি-আত্মার পক্ষে প্রিয়ার প্রেমের বাসরে চিতা জ্বালিয়ে, স্বাধীনতার অরুণোদয়ের মায়াতে আচ্ছন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্বয়ং প্রেমিক হাসিনের হাতে প্রেমিকা গুলের হত্যার মতো অমানবিক আচরণ কেন ঘটলো, কেন ঘরের সুখ ত্যাগ করে, সৈনিকের যুদ্ধ সাজে হাসিনকে আসতে হলো কারাবালা প্রান্তরে, - সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দেবে গল্পকার নজরুলেরই কবি-সত্তা –

-"চাই না ধর্ম চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে, শুধু হালাল
দুশম্মন খুন্ লাল- সে লাল।" ২১
['দুঃশাসনের রক্তপান' 'ভাঙার গান' - কাব্যগ্রন্থ]

–ইংরেজরূপী দুম্মন দুঃশাসনের বুক চিরে, সেই লাল রক্তের ওপর কবি পুঁততে চেয়েছেন স্বাধীনতার রক্ত- নিশান। স্লো-গান দিতে চেয়েছেন অনাগত পবিত্র স্বাধীন ভারতের মানবাত্মার জয় ঘোষণায়। এখানেই আমরা দেখি, বিদ্রোহী কবি নজরুলের সঙ্গে, সৈনিক গল্পকার নজরুলের বলিষ্ট স্বদেশ প্রেমের অভিন্নতা।

["ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর
মরবে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর।
মোরা কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কলজে তল।
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল?
মোরা কাঁদব যেদিন আসবে তারা আবার ফিরে রে,
কাঙালিনি মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।
ও ভাই মুক্তিসেবক দল॥"]

[মুক্তি সেবকের গান- বিষের বাঁশী]

'ঘুমের ঘোরে' গল্পের 'পরীর কথা' উপ গল্পে নায়ক আজহারকে নায়িকা পরী বড় প্রাণ দিয়েই ভালোবেসেছে। কিন্তু আজহার পরাধীন ভারতের মুক্তি-সেবক সৈনিক, বিদ্রোহী। পরীর প্রেমের ডোর ছিন্ন করে দেশের বৃহৎ কর্তব্যের টানে সে যায় যুদ্ধে। পরী এতে প্রথমে আহত হয়, কিন্তু পরে সে নিজেকে সংশোধন করে মর্যাদা দেয় তার প্রেমিকের গভীর ভালবাসার। সেই আন্তর প্রেমের উদ্বোধনেই পরী বলে, -

"তাঁর সুখের জন্যে, তাঁর তৃপ্তির জন্যে, আমি কেন, তবে সে পথ হতে (ব্যক্তি-প্রেমের বন্ধন-পথ থেকে) সরে দাঁড়াব না? আমার সর্বস্বের বিনিময়েও যে তাঁকে সুখী করতে পেরেছি, এই তো আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।" ২২

–স্বদেশ মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারাতেই আজহারের সুখ। ব্যক্তি প্রেমের বন্ধনকে আজহার বড় করে দেখেনি। এই আজহারের জীবনাদর্শ। আজহারের এই সত্য-প্রেমের জীবনাদর্শ গল্পকারের স্বদেশ-প্রেমের জীবনাদর্শে একাত্ম হয়ে, তাঁর বিদ্রোহী কবি-আত্মা যেন বলে ওঠে-

"শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও
দুর্গে এনে দুরন্তকে
অশ্রু চাই রুক্ষ চোখে
আমার আগুন নিভবে নাক যতই গলায় মালা দাও।
শান্তি দিয়ে অশান্তকে ধরার ধূলায় আনতে চাও!
সংহার মোর ধর্ম আমি বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা ঝড়,
স্বধর্মে নিধন ভাল -
কেন আন প্রেমের আলো
সতী দেহত্যাগের পর শঙ্কর কি বাঁধে ঘর? ২৩

- স্বদেশ প্রেমী প্রিয়কে ব্যক্তি-প্রেমের হৃদয়-দুর্গে এনে, প্রেমের মালা গলায় পরালেও তাঁকে বাঁধা যাবে না। কেননা, সেই প্রেমিক যে চির বিদ্রোহী। স্বদেশ মাতাকে অত্যাচারের শাসন শৃঙ্খলে যারা অবৈধভাবে বন্দিনী করে রেখেছে, সেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেইযে তাঁর চির বিদ্রোহ। সুতরাং সুখ নেই তাঁর প্রিয়ার বাহুর বন্ধনে। সুখ শুধু চির বিদ্রোহে, মহা জিঘাংসায়।

যুদ্ধে যাবার আগে, আজহার তার নিজের হৃদয়ের ধন পরীর ভার পরীরই অজান্তে নিতে অনুরোধ করে তারই (আজহারেরই) এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে। আজহার দেশের মুক্তির টানে পরীর ব্যক্তি প্রেমের বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছে তার বন্ধুটির কাছে। বন্ধুও আজহারের অনুরোধ রক্ষা করে পরীকে সসম্মানে বিয়ে করে। কিন্তু বাসর রাতে পরীর হৃদয় বিদারী কান্নায় বন্ধুটি বোঝে, পরীর হৃদয়ে এখনও রাজার আসন পেতে বসে রয়েছে আজহার। বন্ধুটি আজ তাই আজহারের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা পরীকে জানিয়ে, পরীকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেয়–

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উষ্ণশির
উঠ বীর-জায়া বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রু-নীর।" ২৪

- আজহার তার হৃদয়রাণী পরীকে বিলিয়ে দিয়ে যায় বন্ধুর নির্ভরযোগ্য হাতে। কিন্তু, ভাসিয়ে দিয়ে যায় নি তার ব্যক্তি প্রেমকে। তার হৃদয়ের ধনকে চিরতরে বন্ধুর হৃদয়-কক্ষে গচ্ছিত রেখে যেন নিজে চলে যায় বিজয়ী হয়ে। তাইতো পরীর আজ তার সম্পর্কে জাগে সত্য উপলব্ধি

"এমন করে বিলিয়ে দিতে গেলে যে, বড্ডো বেশী ভালবাসতে হয় আগে, এ ক্ষমতা কি যার তার থাকে? .....এ দেবতাকে যেন কোনদিন প্রতারণা না করি। .....কি করে ভুলব? যে বিদায় নিয়ে এমন করে জয়ী হয়ে চলে গেল, তাকে যে সারা জীবনেও কিছুতেই ভোলা যায় না! তিনি যদি আমার সামনে থেকে অন্য কোন দিকে জীবনটা সার্থক করে তুলতেন, তাহলে হয়তো তাঁকে ভুলতেও পারতাম। সব হারিয়ে যে এমন জীবনটা ব্যর্থ করে দিলে এই হতভাগিনীর জন্যে, হায়! তাকে কি ভোলা যায়?" ২৫

আপেক্ষিক দৃষ্টিতে পরী ভারে যে, আজহার তার ছন্নছাড়া উদাস বাউন্ডেলে জীবনকে যে শেষপর্যন্ত যুদ্ধের মরণ খেলায় ধ্বংস করেছে, তার জন্য দায়ী সে (পরী) নিজেই। কিন্তু আজহারের উদার, গভীর সত্যাদর্শের জোরে পরী উপলব্ধি করে প্রেমের সত্যস্বরূপ। ব্যক্তি প্রেমের চেয়ে স্বদেশ প্রেম আরো বড়, আরো উন্নত, মহৎ। সেই বড় প্রেমের আদর্শের জোরেই আজহার পরীর প্রেমকেও তুচ্ছ করে চলে যেতে পারলো।

আজহার সম্পর্কীয় পরীর এই সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরাও গল্পকার নজরুলের অন্তরের সত্য, স্বদেশ প্রেমাদর্শের সন্ধান পেয়ে যাই। সেখানে গল্পকারের বিদ্রোহী কবি-সত্তাই বলে ওঠে-

"আজ বক্ষের তোর ক্ষীরের-সাগরে
অচেতন নারায়ণ ঘুম-ঘোরে
শুধু লক্ষ্মীর ভোগ লক্ষ্য তাঁহার, নয় কিছুতেই নয়!
তোর অচেতন চিতে জাগা রে চেতনা নারায়ণ চিন্ময়।
বল, নাহি ভয় নাহি ভয়,
বল, মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।" ২৬

'অচেতন চিতে' 'নারায়ণ চিন্ময়' শক্তি জাগানোই নজরুলী ভাবনায় সত্য জয়। রিক্তের বেদনায় জারিত সেই সত্যোপলব্ধির জয়কেই নজরুল তাঁর ব্যক্তি-প্রেমের ঊর্ধ্বে ঠাঁই দিয়েছেন। আরেকটি কথা, মানব প্রেমই নজরুলী বিদ্রোহের মূল প্রেষণা। আর এই মানব প্রেমই নজরুলের তীব্র স্বদেশ প্রেমের নিয়ামক হয়ে গেছে। স্বদেশপ্রেমী বলেই নজরুল বিদ্রোহী। বহুবর্নিল অত্যাচারের তীব্রতাতেই শেষপর্যন্ত এই বিদ্রোহী হন মহাবিদ্রোহী। আবার মহাবিদ্রোহী বলেই তাঁর অন্তরে জ্বলে 'তিক্ত শক্তি রুদ্র জ্বালা বিষদাহন।' আত্মত্যাগী তিনি। তাই ব্যক্তিপ্রেমের ঊর্ধ্বে স্বদেশ প্রেমের তাড়নাতেই তাঁর বিদ্রোহী সৈনিক আত্মা ত্যাগের মহিমায় বলে উঠতে পারে "আমাদের কাছে প্রেম ভন্ডামী, করুণা বিদ্রূপ, প্রণয় কশাঘাত, প্রীতি ভীরুতা। ..... আমাদের বিবাহের লাল চেলি দেশ শত্রুর রক্ত রাঙা উত্তরীয়, ভীম তরবারি আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের শয়নের সাথী, ফাঁসির রশি আমাদের প্রিয়ার ভুজবন্ধন।"

['ধূমকেতু' - পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের 'বিষবাণী' প্রবন্ধ]

["(তোর) ঘরের প্রদীপ নিবেই যদি,
নিবুক না রে, কীসের ভয়?
আঁধারকে তোর কীসের ভয়?

(ওই) ভুবন জুড়ে স্বলছে আলো,
ভবনটাই সে সত্য নয়।
ঘরটাই তোর সত্য নয়।
... ...
বিধির বিধি মানতে গিয়ে
নিষেধ যদি দেয় আগল
বিশ্ব যদি কয় পাগল,
আছেন সত্য মাথার পর,-
বেপরোয়া তুই সত্য বল।
বুক ঠুকে তুই সত্য বল।"]

[সত্য-মন্ত্র: বিষের বাঁশি।]

-'অতৃপ্ত কামনা' গল্পের গল্প কথক উত্তম পুরুষ 'আমি'। এই যুবক আপেক্ষিক দৃষ্টিতে মুক্তি-পথের সৈনিক নয়, ব্যক্তি - প্রেমের মায়া ডোর ছিন্ন করে স্বদেশ প্রেমের তাড়নায় সে মুক্তি যুদ্ধেও সামিল হয়নি। তথাপি তার মধ্যে আমরা বিদ্রোহীর ভাবমূর্তি দেখি। সত্যিকারের প্রেম যে শুধু কাছেই টেনে রাখে না, দূরেও ঠেলে দেয়, - প্রেমের এই সত্যোপলব্ধির জোর কয়জনাই বা দেখাতে পারে! গল্প-কথক যুবকটি তার বাল্য প্রেমিকা মোতির স্মৃতি-চারণে উপলব্ধি করে তার অন্তরের সত্য। বাল্য-প্রেমের বাঁধন শক্ত। কিন্তু যুবকটি এক সময় তার অন্তরের সত্য উপলব্ধির জোরেই সেই বাঁধন ছিন্ন করে বলে ওঠে -

"নিজের সুখ বিলিয়ে দিয়ে এর প্রতিহিংসা নেব। আমার ত্যাগ দিয়ে আমার দীনতাকে ভরে তুলবো।" - এটাও তো এক ধরণের বিদ্রোহ, অন্তরে ব্যক্তি প্রেমের টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় হতে সত্য প্রেমোপলব্ধির বিদ্রোহীর বিদ্রোহ। 'নব যুগের সাধনা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নজরুল বলেছেন, -

"যুগে যুগে আদর্শবাদীরাই জগতকে আনন্দে, শান্তিতে ও সাম্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৃহতের চিন্তা করেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে বৃহৎ কল্যাণ আনয়ন করেন। ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে বাঁধা থাকিলে জীবন, যৌবন ও কর্মের শক্তি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ... ... নদী পুকুরের চেয়ে দেশের বৃহৎ কল্যাণ করে। নদীর নিত্য তৃষ্ণা সমুদ্রের দিকে, অসীমের দিকে। অসীম সমুদ্রকে পাইয়াও সীমাবদ্ধ দেশকে সে স্বীকার করে, তার কক্ষচ্যুত হয় না। আমাদের আদর্শ পরম পূর্ণের, পরম নিত্যের তৃষ্ণা হইলেও আমরা কক্ষচ্যুত হইব না, বৃহৎ কর্ম করিব।... ... ... আত্মত্যাগী সাধকরাই আনিবেন বদ্ধ জীবনে প্রাণশক্তির দুর্জয় প্রবাহ। যাঁহারা

নবযুগের ছেলেমেয়ে, তাঁহারা এই প্রবাহে যুক্ত হইয়া এই প্রবাহ তরঙ্গকে গগনস্পর্শী করিয়া তুলুন - ইহাই নিপীড়িত মানবাত্মার প্রার্থনা।" ২৭

-'অতৃপ্ত কামনা' গল্পের গল্পকথক যুবকটির ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যুবকটির বাল্য প্রেমিকা মোতিকে যখন তারই অভিভাবক বি. এ পাশ পাত্রের হাতে সমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয়, আর মোতিও যখন তার ইপ্সিত যুবকটির কাছে ঐ বিয়ের পূর্বেই তাকে গ্রহনের অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়, তখন যুবকটির উপলব্ধি -

"এই বুঝি আমার জীবন-স্রোতের ঢেউ থেমে গেল। স্রোত যদি তার তরঙ্গ হারায়, তবে তার ব্যথা সে নিজেই বোঝে, বাঁধ দেওয়া প্রশান্ত দীঘির জল তার সে বেদন বুঝবে না। মুক্তকে যখন বন্ধনে আনবার চেষ্টা করা হয়, তখনই তার তরঙ্গের কল্লোলে মধুর চল-চঞ্চলতার কলহ বাণী ফুটে ওঠে।" ২৮

–গল্প কথকের অন্তরের এই 'কলহ বাণীই' বিদ্রোহীর প্রেরণায় দীক্ষা গ্রহণ করে। আর গল্পকারের বিদ্রোহী আত্মাও তাঁর কবি-আত্মায় লীন হয়ে যেন বলে ওঠে -

"হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি রহি
কোন বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উদ্দাম লীলায়
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া!
সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছে মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়ে
ধরণীরে তিলে তিলে।
হে অস্থির! স্থির নাহি হত দিলে
পৃথিবীরে! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা
হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছে দিগন্তিকা বধূর অঞ্চল।" ২৯

–সিন্ধু তরঙ্গ-বিভঙ্গে যে মাতোয়ারা, যে তার উদ্দাম গতি-প্রবাহের আস্ফালন লীলায় ধরণীকে তিলে তিলে 'গ্রাসিতেছে মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া', সেই অস্থির প্রলয়ঙ্করী নৃত্য ভোলা হিন্দোলাকে বারে বারে টানা যাবে না 'দিগন্তিকা বধূর অঞ্চলে।' কামনাসক্ত বধূর সেই প্রেমাঞ্চল থেকে মুক্ত হয়ে, সে চলে তার চির প্রবাহের সত্য-পথে। কিন্তু এই সত্য- পথের গতিকে যখন স্বার্থদুষ্ট প্রেম

বুক আগলে বাধা দেয়, তখনই তার সহজ ঢেউ বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে এগিয়ে যেতে চায় সম্মুখস্থ সকল বাধাকে ডিঙিয়ে। তখন তার ঐ -

"চির চঞ্চলের প্রাণের ধারা এই চপল গতিকে থামাবে কে? পথের সাথী আমার হঠাৎ তার চলায় বাধা পেয়ে বক্র কুটিল গতি নিয়ে তার সাথীকে খুঁজতে ছুটল। এতদিনে যেন সে তার প্রাণের ঢেউ-এর খবর পেলে। ৩০

- আর তখনই তার অন্তরের সত্য-প্রেমের ঢেউ তাকে করে তোলে বিরাট বিদ্রোহী পুরুষ -

"তারপর বিরাট পুরুষ। বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙ্গে চল কূল,
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ।
বল প্রেম করে না দুর্বল, ওরে করে মহীয়ান।" ৩১

-ব্যক্তি প্রেমের এই বন্ধন মুক্তির আনন্দই যেন আজ পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দে গান গাওয়ায় –

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।"৩২

-প্রেমিকের চোখের জল দিয়ে এই ভাবেই গল্পকার নজরুল ধৌত করলেন যেন তাঁর স্বদেশ মাতার বেদনা-ক্লিষ্ট, অশ্রু-সিক্ত চোখের পাতা। ত্যাগ দিয়ে নিজের ব্যক্তি-প্রেমের দীনতাকে দূর করতে পেরেছেন তিনি। এখানেই গল্পকার নিজের অজান্তেই তাঁর গল্পাঙ্গিকের মধ্যেও একাত্ম করে নিয়েছেন নিজের কবি-সত্তাকেও। আর স্বদেশ-প্রেমের মূল লক্ষ্যপথে সেই কবি ও গল্পকারের দ্বৈত সত্তাকেও শেষ পর্যন্ত করে তুলেছেন একই চৈতন্যলোকের সহোদর।

তথ্য সূত্র ও গ্রন্থ পরিচয়

1. ১। 'হেনা': "নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র" । নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশনা, ৩য় সংস্করণ ২০০৯, পৃষ্ঠা - ২৯।
2. ২। 'হেনা': "নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র" । নজরুল ইন্সটিটিউট - প্রকাশনা, ৩য় সংস্করণ - ২০০৯, পৃষ্ঠা - ২৯।
3. ৩। 'মুক্ত পিঞ্জর': 'বিষের বাঁশি', 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র', ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় সংস্করন - ২০০৫, পৃষ্ঠা – ১৩৩।
4. ৪। 'হেনা': 'কাজীনজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় সংস্করণ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ২৭০।
5. ৫। 'হেনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র'। সাহিত্যম্, পৃষ্ঠা- ৩১।
6. ৬। 'লোক সেবক' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের অগ্রন্থিত কবিতার অংশ বিশেষ।

i. সূত্র: 'শতবর্ষের আলোকে নজরুল' দেবেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত। 'শ্রীধর প্রকাশনা' প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৯। পৃষ্ঠা - ৩৬৭।

7. ৭। "আয় রে আবার আমার চির তিক্ত প্রাণ" -'বিষের বাঁশি'। কাজী নজরুল ইসলাম। 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি', ২য় সংস্করণ। পৃষ্ঠা - ৯৩।
8. ৮। 'হেনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র'। সাহিত্যম্ - পৃষ্ঠা - ৩১।
9. ৯। 'মুক্তি সেবকের গান'- 'বিষের বাঁশি', 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র'- ১ম খন্ড, 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' ২য় সংস্করণ ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১১৫।
10. ১০। 'সেবক' : 'বিষের বাঁশি'- 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' ১ম খন্ড 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' ২য় সংস্করণ ২০০৫। পৃষ্ঠা ১০৩-১০৪।
11. ১১। 'রিক্তের বেদন' : নজরুল গল্প সমগ্র, সাহিত্যম্ প্রকাশনা। পৃষ্ঠা - ৮৫।
12. ১২। 'যুগান্তরের গান', 'বিষের বাঁশি'- 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র'- ১ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় সংস্করণ - ২০০৫। পৃষ্ঠা - ১১৮।
13. ১৩। 'রিক্তের বেদন': 'নজরুল গল্প সমগ্র'। সাহিত্যম, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।
14. ১৪। 'রিক্তের বেদন': উৎস 'নজরুল জীবনী'। অরুণ কুমার বসু, কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম-শতবার্ষিকী সংস্করণ - ২০০০, পৃষ্ঠা - ২০-২১।
15. ১৫। "আয় রে আবার আমার চির-তিক্ত প্রাণ !" 'বিষের বাঁশি'- কাব্যগ্রন্থ। 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' - ১ম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২য় সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৯৬
16. ১৬। উৎস - 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' - বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬০। পৃষ্ঠা - ১২।
17. ১৭। 'রিক্তের বেদন': নজরুল গল্প সমগ্র, সাহিত্যম্। পৃষ্ঠা - ৮৪-৮৫।
18. ১৮। 'বিদ্রোহীর বাণী':'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থ, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র ১ম খন্ড 'পশ্চিমবঙ্গ

1. বাংলা আকাদেমি' ২য় সংস্করণ ২০০৫। পৃষ্ঠা- ১২৮ এবং ১৩০।
19. ১৯। 'রিক্তের বেদন': নজরুল গল্প সমগ্র, সাহিত্যম্ পৃষ্ঠা ৭৯-৮০।
20. ২০। 'ছাত্রদলের গান':নজরুল ইসলাম 'সর্বহারা'। কাব্যগ্রন্থ। ৪৮
21. ২১। 'দুঃশাসনের রক্তপান'। 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থ।
22. ২২। 'পরীর কথা':'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র' নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৭।
23. ২৩। 'চির বিদ্রোহী': 'বিদ্রোহী বাংলা', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ৩৯।
24. ২৪। 'পরীর কথা': 'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৯।
25. ২৫। 'পরীর কথা': 'নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র', নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯, পৃষ্ঠা- ৫৯।

26. ২৬। 'অভয় মন্ত্র','বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ। উৎস: 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র' ১ম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি সংস্করণ ২য় সংস্করণ ২০০৫, পৃষ্ঠা ১১০।
27. ২৭। 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের প্রবন্ধ 'নবযুগের সাধনা'। উৎস: 'কাজী নজরুল ইসলামের রচনা সমগ্র' ৫ম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১ম সংস্করণ - ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৫৪৭।
28. ২৮। 'অতৃপ্ত কামনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র'। সাহিত্যম, পৃষ্ঠা - ৫৯।
29. ২৯। 'সিন্ধু' (দ্বিতীয় তরঙ্গ): 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্য। 'সঞ্চিতা', ডি.এম. লাইব্রেরী, সপ্ত চত্বারিংশৎ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২১।
30. ৩০। 'অতৃপ্ত কামনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম, পৃষ্ঠা ৫৯।
31. ৩১। সিন্ধু (দ্বিতীয় তরঙ্গ): 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্য।
32. ৩২। 'অতৃপ্ত কামনা': 'নজরুল গল্প সমগ্র', সাহিত্যম্ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা- ৬০।